হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী রিভিশন অধিক্ষেত্র)
উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী রিভিশন নং ৩১/২০২১
সংগে
ফৌজদারী রিভিশন নং ১৮৩৭/২০২০

হাজী দেলোয়ার হোসেন
----সাজাপ্রাপ্ত আপীলকারী-দরখাস্তকারী।
-বনাম-
রাষ্ট্র ও অন্য একজন
----প্রতিবাদীদ্বয়।
এ্যাডভোকেট আবদুল্যাহ আল মাহমুদ
---সাজাপ্রাপ্ত আপীলকারী-দরখাস্তকারী পক্ষে।
এ্যাডভোকেট এ,এস,এম কামাল আমরোহী চৌধুরী
-------২নং প্রতিবাদী পক্ষে
(ফৌজদারী রিভিশন নং ৩১/২০২১

কাজী আবু তৈয়ব
----বাদী/অভিযোগকারী-প্রতিবাদী-দরখাস্তকারী।
-বনাম-
হাজী দেলোয়ার হোসেন ও অন্যান্য
------প্রতিবাদীগণ
এ্যাডভোকেট এ,এস,এম কামাল আমরোহী চৌধুরী
---বাদী-প্রতিবাদী-দরখাস্তকারী পক্ষে।
এ্যাডভোকেট আবদুল্যাহ আল মাহমুদ
-------১নং প্রতিবাদী পক্ষে
(ফৌজদারী রিভিশন নং ১৮৩৭/২০২০

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সঙ্গে
এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকারী এ্যাটনী জেনারেল
এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল
-- ১নং প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানী তারিখঃ ২৫.০৮.২০২২, ২৮.০৮.২০২২, ১৯.১০.২০২২ এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২৩.১০.২০২২।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বর্তমানে চেক প্রত্যাখ্যানের মামলা একটি বহুল আলোচিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এটি স্বীকৃত যে চেক প্রত্যাখ্যানের মোকদ্দমায় ব্যাপক প্রতারণা এবং জাল-জালিয়াতির ঘটনা ঘটছে এবং সাধারণ মানুষ প্রচন্ড হয়রানির শিকার হচ্ছে। বর্তমানে এটি অন্যতম জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

পরিণত হয়েছে। সেহেতু অত্র মোকদ্দমায় এটি অতীব গুরুত্বের সাথে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা হলো।

যেহেতু অত্র রুলদ্বয়ের বিষয়বস্তু একই এবং উভয় রুলে আইনের অভিন্ন প্রশ্ন জড়িত এবং রুলদ্বয় ইস্যুর সময়ে একত্রে শুনানীর আদেশ থাকায় অত্র রুলদ্বয় একত্রে শুনানী করে অত্র একক রায়ে নিষ্পত্তি করা হল।

সাজাপ্রাপ্ত-দরখাস্তকারী হাজী দেলোয়ার হোসেন কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৩৯ এবং ৪৩৫ ধারার বিধান মোতাবেক দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমা নং ৩১/২০২১-এ অত্র বিভাগ হতে বিগত ইংরেজী ১১.০১.২০২১ তারিখে নিম্নবর্ণিতভাবে রুলটি ইস্যু করা হয়েছিলঃ

"Records need not be called for.

Let a Rule be issued calling upon the opposite parties to show cause as to why the judgment and order dated 28.10.2020 passed by the Metropolitan Sessions Judge, Chittagong in Criminal Appeal No. 342 of 2020 along with Criminal Appeal No. 373 of 2020 allowing the appeals by setting aside the judgment and order of conviction and sentence dated 01.03.2020 passed by the metropolitan Joint Sessions Judge, 1st Court, Chattagram in Sessions Case No. 219 of 2017 arising out of C.R. Case No. 390 of 2014 (Panchlaish) convicting the petitioner and another under section 138 of the Negotiable Instrument Act, 1881 and sentencing him to suffer simple imprisonment for a period of 01(one) year each and also to pay a fine of taka 1,00,000/- (One crore) and for holding trial should not be set aside and/or such other or further order or orders passed as to this Court may seem fit and proper.

The Rule is made returnable within 4(four) weeks from date.

Ms. Jesmin Sultana Shamsad, the learned Deputy Attorney General appearing on behalf of the State opposes the prayer for bail.

Pending disposal of the Rule, let the convict petitioner Haji Delwar Hossain be enlarged on ad-interim bail for a period of 1(one) year from date on furnishing bail bond to the satisfaction of the learned Chief Metropolitan Magistrate, Chattogram.

The realization of fine be stayed till disposal of the Rule.

Pending disposal of the Rule, let the operation of the

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

judgment and order dated 28.10.2020, so far as it relates to the order sending the case to the trial Court on remand for holding trial be stayed for a period of 01 (one) year from date.

This matter heard along with Criminal Revision No. 1837 of 2020 analogously.

The petitioner is directed to put in 2(two) sets of requisites within 7(seven) days, for service of notice of this Rule upon the opposite party in normal course as well as by registered post with AD as per HCD Rules (Chapter IV Rule 3(6). "

অভিযোগকারী-প্রতিপক্ষ-দরখাস্তকারী কাজী আবু তৈয়ব কর্তৃক ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৩৯ এবং ৪৩৫ ধারার বিধান মোতাবেক দরখাস্ত দাখিলের প্রেক্ষিতে ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমা নং ১৮৩৭/২০২০-এ অত্র বিভাগ হতে বিগত ইংরেজী ২৩.১১.২০২০ তারিখে নিম্নবর্ণিতভাবে রুলটি ইস্যু করা হয়েছিলঃ

"Records be called for.

Let a Rule be issued calling upon the opposite parties to show cause as to why the judgment and order dated 28.10.2020 passed by the learned Metropolitan Sessions Judge, Chittagong in Criminal Appeal No. 342 of 2020 and 373 of 2020 heard analogously and disposed of by single judgment allowing the appeals and thereby sending the case back on remand upon setting aside the trial Court judgment and order of conviction and sentence dated 01.03.2020 passed by the learned Metropolitan Joint Sessions Judge, 1st Court, Chattagram in Sessions Case No. 219 of 2017 arising out of C.R. Case No. 390 of 2014 (Panchlaish) convicting the accused opposite parties under section 138 of the Negotiable Instrument Act, 1881 and sentencing them thereunder to suffer simple imprisonment for 1 (one) year each and also to pay a fine of Taka 1,00,00,000/- (one crore), should not be set aside and/or such other order passed as to this Court may deem fit and proper.

Pending hearing of the Rule, the operation of the impugned judgment and order dated 28.10.2020 passed by the leared ***Metropolitan Sessions Judge, Chattogram in Criminal Appeal Nos. 342 of 2020 and 373 of 2020*** *be stayed for a period of 06 (six) months from date.*

The opposite parties shall respond to the rule within 4(four) weeks from today.

The petitioner shall, within 7 days, put in 2 (two) sets of requisites for service of notice of the Rule upon the opposite parties in normal course as well as by registered post with A/D as

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		per HCD Rules. *Office shall not issue any certified copy or other copy of this order to the petitioners unless requisites are put in (vide HCD Rules, Chapter IVA Rule 3(6).*

অত্র মোকদ্দমাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরন এই যে,

কাজী আবু তৈয়ব বাদী হয়ে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম আদালতে সি, আর মামলা নং ৩৯০/২০১৪ দাখিল করলে মোহাম্মদ ছালামত উল্লাহ, যুগ্ম মহানগর দায়রা জজ, ভারপ্রাপ্ত ১ম আদালত, চট্টগ্রাম বিগত ইংরেজী ০১.০৩.২০২০ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে আসামী (১) হাজী দেলোয়ার হোসেন (২) কামরুল হাসান বাচ্চুদ্বয়কে The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ১৩৮ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে ১(এক) বছরের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং চেকে উল্লেখিত টাকার সম পরিমাণ টাকা অর্থাৎ ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত করেন।

উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আসামী হাজী দেলোয়ার হোসেন ফৌজদারী আপীল নং ৩৪২/২০২০ এবং কামরুল হাসান বাচ্চু ফৌজদারী আপীল নং ৩৭৩/২০২০ দাখিল করলে শেখ আশফাকুর রহমান, মেট্রোপলিটন দায়রা জজ, চট্টগ্রাম আপীল দুটি একত্রে শুনানী অন্তে বিগত ইংরেজী ২৮.১০.২০২০ তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশে মঞ্জুর করেন এবং বিগত ইংরেজী ০১.০৩.২০২০ তারিখের রায় ও আদেশ বাতিল করেন এবং মোকদ্দমাটি বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে পুনঃ শুনানীর জন্য ফেরত পাঠান ।

উপরিল্লিখিত রায় ও আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী হাজী দেলোয়ার হোসেন ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমা নং ৩১/২০২১ এবং বাদী-প্রতিপক্ষ কাজী আবু তৈয়ব ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমা নং ১৮৩৭/২০২০ দাখিল করে অত্র রুল দুটি প্রাপ্ত হন।

ফৌজদারী রিভিশন নং- ৩১/২০২১-এর দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আবদুল্যাহ আল মাহমুদ বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন অপরদিকে উক্ত রিভিশনের ২নং প্রতিবাদীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এ,এস,এম কামাল আমরোহী চৌধুরী বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ফৌজদারী রিভিশন নং- ১৮৩৭/২০২০-এ দরখাস্তকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এ,এস,এম কামাল আমরোহী চৌধুরী বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। অপরদিকে উক্ত রিভিশনের ১ নং প্রতিবাদীপক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আবদুল্লাহ আল মাহমুদ বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন।

অত্র ফৌজদারী রিভিশনদ্বয় এবং এর সাথে সংযুক্ত সকল সংযুক্তি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হলো। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ এ্যাডভোকেটগণের যুক্তিতর্ক বিস্তারিতভাবে শ্রবণ করা হলো।

বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট এ,এস,এম, কামাল আমরোহী চৌধুরী ফৌজদারী রিভিশন নং- ১৮৩৭/২০২০ মোকদ্দমায় এর দরখাস্তকারী পক্ষে এবং ফৌজদারী রিভিশন নং- ৩১/২০২১ এর ২নং প্রতিবাদী পক্ষে লিখিত যুক্তি উপস্থাপন করেন যা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"১। ইহা একটি রিভিশন মামলা হয়। নিম্নের আপীল কোর্ট on merit বা মামলার গুনাগুনের ভিত্তিতে কোন রায় প্রদান করেন নাই অর্থাৎ on merit আপীলটি নিষ্পত্তি না করিয়া মামলাটি ফৌঃ কাঃ বিঃ ৪২৩ (১) (বি) ধারায় রিমান্ডে পাঠাইয়াছেন। অতএব রিমান্ডে পাঠানো কতটুকু যুক্তিযুক্ত বা আইন সিদ্ধ হইয়াছে তাহা বিবেচনা করা হইবে অত্র রিভিশনের মূল বিবেচ্য বিষয়।

২। ফৌঃ কাঃ বিঃ ৪৩৯/ ৪৩৫ ধারায় অত্র রিভিশন মামলাটি আনায়ন করা হইয়াছে অতএব শুধুমাত্র আইনগত বিশ্লেষনের নিরিখে তর্কিত আদেশ বা রায়টি যথাযথ কিনা তাহাই শুধু পর্যালোচনা করা আইনত সমীচীন হইবে।

৩। আপীলের scope wide তাই রিভিশন নিষ্পত্তিকালে আপীল আদালতের মত সাক্ষ্য সাবুদ পর্যালোচনা করা যায় না। যেহেতু এখনো আপীল ফোরাম exhaust হয় নাই, আপীল মামলা গুনাগুনের ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হয় নাই অতএব রিভিশন নিষ্পত্তিতে এমন কোন মন্তব্য করা সমীচীন হইবে না যাহাতে আপীল নিষ্পত্তিতে প্রভাব পরিতে পারে। শুধুমাত্র ফৌঃ কাঃ বিঃ ৪২৩(১) (বি) ধারায় আলোচনা সীমিত থাকা আইনত বাঞ্চনীয় হইবে।

৪। ফৌঃ কাঃ বিঃ ৪২৩ (১) (বি) ধারায় বলা হইয়াছে যে, "....." এই ধারার প্রয়োগ সম্পর্কে উচ্চ আদালতের নজীর ৪২ ডি,এল,আর (এডি) পৃঃ ১৬০ মোসলেহ উদ্দিন - বনাম- রাষ্ট্র মামলা রায় খুবই প্রনিধানযোগ্য।

(Para-9) When the entire matter is open to the first appellate court which is required under the law for that court to assess the evidence independantly and to record its own finding then merely because there have been some ommissions made by the tiral court is not considering a piece of pieces of evidence would hardly afford a valid ground for sending the case on remand" অত্র মামলার আপীল কোর্ট যত সময় ব্যয় করিয়া সুদীর্ঘ তর্কিত রায়টি লিখিয়া Remand এ পাঠাইবার আদেশ দিয়াছেন ততটুকু বিচার বিশ্লেষণ করিয়া মামলার গুনাগুনের ভিত্তিতে আপীলটি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন। সেই বিষয়টি ও উপরোক্ত নজীরে উল্লেখ করিয়াছে। (See para 9 last)

৫। উপরোক্ত ডিএলআর নজীরটিতে কোন কোন ক্ষেত্রে retrial এ পাঠানো যায় তাহা এই মর্মে বলা হয় যে, As a general rule order for retrial would be proper where the trial is in the lower court had been vitiated by illgality, irrgularity or otherwise defective or when the original trial has not been satisfactory for any particular reason" এই

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নিরিখে দেখিত হইবে যে NI Act এর এই রকম মামলায় বিচারিক আদালতে বিচার প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করা হইয়াছে কিনা এবং কোন অনিয়ম সংঘটিত হইয়াছে কিনা। অত্র মামলায় দেখা যায় যে, উভয় পক্ষে যার যার সাক্ষী সাবুদ প্রদান করিয়াছে। বাদী পক্ষের মামলা প্রমানের জন্য আবশ্যকীয় দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত হইয়াছে এবং trial defective বা vitiate হওয়ার মত কিছু ঘটে নাই। পদ্ধতিগত কোন বিচ্যুতি ঘটে নাই। অতএব, এই মামলা পুনঃ বিচারে (remand) প্রেরণ করার কোন যৌক্তিক কারণ নাই। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, বাদী/ পিটিশনার পক্ষ বলে নাই যে, আসামীর সাথে বাদীর কোন চুক্তিনামা রহিয়াছে বা হইয়াছে অর্থাৎ মামলার পক্ষগণের মধ্যে কোন প্রকার চুক্তিনামা না থাকায় উহা প্রমানে কোন প্রয়োজন নাই এবং উহার জন্য পুনরায় বিচারিক আদালতে যাওয়ার দরকার নাই। তবে প্রবর্তক সংঘের সাথে জায়গা ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে আসামীদের সাথে যে চুক্তি হয়েছে তা আসামীগন কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে। ফলে remand এ প্রেরন করত উহা প্রমান করার প্রয়োজন নাই। ইহা আদালতের সময়ের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নহে। *৬। তবে কোন প্রকার additional evidence দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিলে আপীল আদালত তাহা ফৌঃ কাঃ বিঃ ৪২৮ ধারায় গ্রহন করিতে পারেন। মামলা remand এ পাঠানোর প্রয়োজন নাই। অত্র মামলায় এমন কোন নতুন কিছু নাই যে, আবার নতুন করিয়া trial করিতে হইবে। বরং settled principle হইল মামলার কোন পক্ষের কোন Lacuna পূরণ করার জন্য আদালত কোন আদেশ বা সুযোগ দিতে পারেন না। যদি দেন তাহা illegal হইবে।* *৭। মূল কথা হইল, বাংলাদেশে হাজার হাজার চেকের মামলায় শতকরা ৯৯% চেক প্রদানের ক্ষেত্রে কোন লিখিত চুক্তিনামা হয় না এবং আইনে উহার বাধ্যবাধকতা নাই। অনুরূপভাবে অত্র মামলার ক্ষেত্রে বাদী ও আসামীর মধ্যে কোন লিখিত চুক্তিনামা দ্বারা চেক দেওয়া হয় নাই।* *তবে ইহার ব্যতিক্রম হিসাবে Md. Abul Kaher Shahin –Verus- Emran Rashid and another মামলাটি উল্লেখযোগ্য। উক্ত মামলায় লিখিত চুক্তিমূলে শর্ত সাপেক্ষ্যে চেক দেওয়া হয় এবং লিখিত শর্ত পূরণ না হওয়ায় চেকের মামলা খারিজ হয়। অতএব উক্ত মামলার সাথে আমাদের অত্র মামলা পার্থক্য রহিয়াছে।* *৮। অত্র মামলার আপীলে সাক্ষীদের সাক্ষ্য মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা চূড়ান্ত হয় নাই যাহা আপীল আদালতের এখতিয়ার বটে। আপীল আদালত কর্তৃক সাক্ষীদের সাক্ষ্য মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান এখনো সম্পন্ন না হওয়ায় রিভিশনাল কোর্ট হিসাবে অত্র আদালত উক্ত বিষয়ে কোন চূড়ান্ত মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত এখনি প্রদান করিলে তাহা আপীল নিষ্পত্তিতে প্রভাব ফেলিবে বিধায় মামলাটি আপীল নিষ্পত্তির জন্য আপীল আদালতে প্রেরনের আদেশ দেয়া যথাযথ হইবে এবং বাদীর আনীত রিভিশন মামলা নং ১৮৩৭/২০২০ এর Rule টি Absolute করার প্রার্থনা করিতেছি।* *৯। পিটিশনার/ বাদী তাহার আরজিতে বলিয়াছেন যে, আসামীদ্বয় R.F.L Properties Ltd. নামীয় ডেভেলপার কোম্পানীর সাথে চট্টগ্রামের প্রবর্তক সঙ্ঘ নামীয় একটি প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান ভূমিতে ১২ তলা বিশিষ্ট দালান নির্মানের জন্য হাজার কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়ন করার নিমিত্তে উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি পত্র সম্পাদন, আমমোক্তারনামা সম্পাদনে শ্রম (labour) প্রদানে সার্বিক সহায়তা প্রদানের কারনে বাদীর পরিশ্রম ও মেধার বিনিময়ে কাজের মূল্যায়ন (consideration) স্বরূপ ১ (এক) কোটি টাকা ২৫/১২/২০১০ ইং তারিখে ১ম চেক দেয় (তখন বাদী সেখানে চাকুরীরত ছিল না) যাহা পরবর্তীতে ২৩/০৬/২০১১ ইং তারিখে dishonour হইলে উভয় পক্ষ আলোচনাক্রমে ২য় চেকটি যাহার নম্বর ৯০৮৫৪০ ২২/১০/২০১১ ইং তারিখে দেয় এবং উহার পরে বাদীকে প্রলোভন দেখাইয়া আসামীদের অফিসে ম্যানেজার এর পদে নামে মাত্র চাকুরী দেখাইয়া বশে রাখার ফন্দি আঁটে এবং বাদীকে তাহার পাওনা টাকা প্রদানের জন্য ঘুরাইতে থাকে। সত্যিকারভাবে বাদী আসামীদের অফিসে তদপূর্বে চাকুরি করে নাই। পরে আসামীরা ৯০৮৫৪০ নম্বরের চেকটির টাকা যথাসময়ে দিতে না পারায় দ্রুত পরিশোধ করার আশ্বাসে উহার তারিখ ২২/১০/২০১১ কাটিয়া তদস্থলে ১৫/০৭/২০১২ তারিখ নতুনভাবে লিখিয়া কাটাস্থানে পুনঃ স্বাক্ষর করিয়া দেন (৩য় বার) যাহা পরবর্তীতে আর পাশ হয় নাই এবং বাদীর সরলতার সুযোগ লাইয়া আসামীগণ পরে উক্ত ৯০৮৫৪০ নম্বরে চেকটি ফেরত নিয়া পুনরায় নতুনভাবে ৩০/০৭/২০১৩ ইং তারিখের ৯০৮৫৫০ নম্বরের চেকটি দেয় যাহা ৪র্থ বারের মত প্রদান করা হয়। সর্বশেষ ৫ম বারের মত উক্ত চেকের তারিখ কর্তন করতঃ আসামীরা ৩০/০৭/২০১৩ তারিখের স্থলে ২০/০৪/২০১৪ ইং তারিখ লিপি করিয়া দেয় এবং আসামীদ্বয় পুনঃ স্বাক্ষর করে যাহা ২৩/০৬/২০১৪ ইং তারিখে dishonour হয় যাহা হইতে অত্র মামলার উৎপত্তি*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		হইয়াছে। *অতএব দেখা যায় যে, হঠাৎ করিয়া কোন প্রকার চেক বাদী পায় নাই বা চাকরির কারনে দেয়া হয় নাই বরং চাকুরীতে দেখানোর অনেক আগে থেকেই চেক দেয়া শুরু হয়। ফলে ইহা প্রতীয়মান হয় যে আসামীদ্বয় জানিয়া শুনিয়া পূর্বপরিকল্পিতভাবে অসৎ উদ্দেশ্যে বাদীকে ঠকানোর জন্য উক্তরূপভাবে একের পর এক চেক পাল্টাইয়া পুনঃপুনঃ তারিখ পেছাইয়া বাদীকে ১(এক) কোটি টাকার চেক দিয়াছে যাহাতে অবশ্যই presumption করা যায় যে (N I Act ১১৮ (এ) ধারায়) বাদী উক্ত চেকের টাকা পাইতে হকদার। নতুবা এতবার চেক দেওয়া হইতো না। উল্লেখ যে চেকটি বাদীর নামে A/C payee চেক আর বাদীকে চাকুরিরত দেখানোটা ছিল একটি নাটক।* *১০। উল্লেখ্য যে, আপীল আদালতের Remand প্রেরনের তর্কিত রায় ও আদেশটি আসামী পক্ষও মানিয়া লয় নাই বিধায় তাহারা ফৌঃ রিভিশন নং-৩১/২০২১ দায়ের করে যাহা (analogous) একই সাথে শুনানী সম্পন্ন হয়। ফলে দেখা যায় যে উভয় পক্ষের ২টি রিভিশন এর মুল লক্ষ্য এক অর্থাৎ Remand এর আদেশটি উভয় পক্ষ বাতিল বা set aside চাহিয়াছে। এতএব, মহানগর দায়রা জজ আদালত, চট্টগ্রাম এর ২৮/১০/২০২০ তারিখের রায়টি বাতিলক্রমে আপীল আদালত হিসাবে উক্ত আদালতে আসামী দ্বয়ের দায়েরকৃত আপীল মামলা পুনরায় শুনানী করতঃ আইনানুযায়ী আপীল নিষ্পত্তি করার জন্য আদেশ দেয়া প্রয়োজন। অন্যথায় Remand বহাল থাকিলে বিচারিক আদালতে মামলাটির বিচার নিষ্পত্তিতে অহেতুক কালক্ষেপন হইবে নতুনভাবে আবার সাক্ষী সাবুদ শুরু করিলে conflicting বা বিরোধ পূর্ন অবস্থায় সৃষ্টি হইবে এবং ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হইবে। বাদী একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং তিনি বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হওয়ায় এবং অসুস্থ হওয়ায় তাহার জীবদ্দশায় মামলার ফলাফল দেখিয়া যাইতে পারিবেন কিনা বলা যায় না। উল্লেখ্য যে, আসামীরা মামলার প্রথমে পলাতক ছিল পরে বিলম্বে বিচার প্রক্রিয়ায় হাজির হইলেও বারবার সময় নেয় এবং বেশ কয়েকবার রায় প্রদানের পর্যায়ে পৌছিলে বিভিন্ন ছলছুতা বা কারন দেখাইয়া আপীল বিভাগ পর্যন্ত যায় অবশ্য আসামীরা উহাতে সফলকাম না হইলেও মামলাটির বিচার সম্পন্ন করিতে বিচারিক আদালতের বহু বছর লাগিয়াছে। প্রথম চেকের তারিখ ২৫/১২/২০১০ হইতে ইতিমধ্যে ১২ বছর পার হইয়াছে এখন যদি আবার সেখানে remand পাঠানো হয় তাহা শেষ করিতে আরো কত বছর লাগিবে বলা যায় না। এমতাবস্থায়, আপীল আদালতের তর্কিত রায় ও আদেশটি set aside করা প্রয়োজন এবং আপীল আদালতেই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করার জন্য আপীল আদালতকে (মহানগর দায়রা জজ আদালত, চট্টগ্রামকে) নির্দেশ দেয়া প্রয়োজন। প্রয়োজনে আপীল আদালত ফৌঃ কাঃ বিঃ ৪২৮ ধারার বিধান মতে অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহন করিতে পারেন। অতএব বিচারিক আদালতে remand এ পাঠানোর প্রয়োজন নাই।* *১১। পরিশেষে বলিতে হয় যে, ইহা একটি চেকের মামলা, বাদী মামলা প্রমান করিতে যা প্রয়োজন তাহা করিতে স্বাধীন। মামলার অভিযোগ প্রমান করার জন্য চেকের মামলায় যে সকল দালিলিক সাক্ষ্য প্রয়োজন তাহা বাদী প্রমান করিয়াছে এবং পদ্ধতিগত কোন ত্রুটি নাই। বাদী P.W-1 হিসাবে সাক্ষ্য দিয়া অভিযোগ প্রদশর্নী-১; তাহাতে তাহার সাক্ষর ১/১ সিরিজ; চেক: প্রদশর্নী-২; ডিস অনার স্লিপ প্রদ- ৩; লিগ্যাল নোটিশ প্রদ-৪; ডাক রশিদ এবং এ/ডি প্রদ- ৫, ৫/১, ৫/২ ও ৫/৩ হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছে। অতএব এই সকল দালিলিক সাক্ষ্যই বাদীর মামলা প্রমান করার জন্য যথেষ্ট কিন্তু তদ স্বত্বেও মামলাটি বিচারিক আদালতে remand পাঠানোর আদেশ দিয়া আপীল আদালত আইনত মারাত্মক ভুল করিয়াছেন অতএব তর্কিত রায় ও আদেশটি set aside করা প্রয়োজন।* *১২। পরিশেষ আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, মামলার আরজি মতে বাদী তাহার প্রদত্ত শ্রমের বিনিময়ে আসামীরা ১ (এক) কোটি টাকার চেক দেওয়ার কথা প্রমানিত কারন বাদীর আরজি/ অভিযোগ প্রদ-১ হিসাবে ইহার evidentiary value রহিয়াছে। তদুপরি কথা হইল ১ম চেকের তারিখ হইল ২৫/১২/২০১০ এবং তখন বাদী আসামীদের অফিসের কর্মরত ছিল না পরবর্তীকালে কয়েকবার চেকের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হইয়া আসামী বাদীকে একটি নামমাত্র পদে জেনারেল ম্যানেজার বা ম্যানেজার হিসাবে দেখাইয়া বিষয়টি camouflage করিয়া সরলমতি বাদীকে চেকের টাকা না দেওয়ার জন্য বাহানা বা ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহন করে। সবিশেষ উল্লেখ্য যে, বাদী যদি চেকটি সৃজন বা চুরি করিত তবে আসামীরা কোন জি,ডি বা মামলা বাদীর বিরুদ্ধে করিত। কিন্তু সেরূপ কিছু করে নাই। অতএব ধরিয়া নেওয়াা যায় যে বাদীর নামে ১ কোটি টাকার চেকটি আসামীরা দিয়াছিল। ইহা প্রমাণিত।''*

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আবদুল্যাহ আল মাহমুদ ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমা নং- ৩১/২০২১ এর দরখাস্তকারী পক্ষে এবং ফৌজদারী রিভিশন নং- ১৮৩৭/২০২০ এর ১নং প্রতিবাদী পক্ষে লিখিত যুক্তি উপস্থাপন করেন যা নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

স্বীকৃতমতে অভিযোগকারী আসামীদ্বয়ের মালিকানাধীন কোম্পানীতে চাকুরী করেছেন অর্থাৎ অভিযোগকারী উক্ত কোম্পানীতে বেতনভূক্ত কর্মকর্তা ছিলেন। কিন্তু অভিযোগকারী দুরভিসন্ধিমূলকভাবে এবং উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে উক্ত বিষয়টি নালিশী দরখাস্ড়ে উলে- খ করেন নাই কেননা একটি কোম্পানীর মালিকের নিকট থেকে উক্ত কোম্পানীর বেতনভূক্ত কোন কর্মকর্তা ব্যবসায়িক কারণে এক কোটি টাকা পাওনা থাকতে পারেন এমন দাবী অবাস্ড়ব যে কোন সাধারণ বোধ-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের নিকট অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে ।

অত্র মামলার মূল বিচার্য বিষয় হল অভিযোগকারী অত্র নালিশী চেকটির বৈধ যথাবিহিত দখলদার বা ধারক বা বাহক ছিলেন কিনা অর্থাৎ অভিযোগকারী আইনগতভাবে বৈধ পন্থায় নালিশী চেকটি প্রাপ্ত হয়েছেন কিনা এবং নালিশী চেকের বিপরীতে অভিযোগকারী পক্ষে বৈধ পণ বা প্রতিদান ছিল কিনা? এ প্রসঙ্গে প্রথমেই নালিশী দরখাস্ড়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। নালিশী দরখাস্ড় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারী দাবী করেছেন যে, "আসামীদ্বয়ের প্রতিষ্ঠান চাকুরী R.F. Properties Ltd. কর্তৃক প্রবর্তক সংঘ (বাংলাদেশ), ও. আর. নিজাম রোড, চট্টগ্রাম এর ভূমিতে প্রস্ড়াবিত ১২ তলা বিশিষ্ট ইমারত নির্মাণের আগ্রহ করত: উক্ত প্রবর্তক সংঘ (বাংলাদেশ) এর ভূমিতে সংঘ পরিচালনা কমিটির সম্পাদক এর সাথে প্রকল্প বাস্ড়বায়ন করার নিমিত্তে চুক্তিপত্র, আমমোক্তারনামা সম্পাদনে সার্বিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ড় ব্যবসায়িক কারণে বাদীকে বিগত ২৫/১২/২০১০ ইং তারিখে The Hongkong and Hhanghai Banking Corporation Limited এর ১ নম্বর আসামীর নামীয় ০০৪-০৭৭৬৯৯-০০১ নং হিসাবের ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকার ০৭৩৬২৩৮ নং একখানা চেক বাদীর নামে প্রদান করেন।" সুতরাং আসামীদ্বয়ের মালিকানাধীন কোম্পানীর সাথে প্রবর্তক সংঘের চুক্তি সম্পাদনের নিমিত্তে অভিযোগকারীর শ্রম প্রদানই ছিল অভিযোগকারী পক্ষে নালিশী চেকের বিপরীতে বৈধ পণ বা প্রতিদান। কিন্তু অভিযোগকারী বিজ্ঞ বিচারিক কিংবা আপীল আদালতে উক্ত চুক্তিপত্র এবং

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আমামোক্তারনামা দাখিল করেননি। সুতরাং, উক্ত কথিত চুক্তিপত্র এবং আমমোক্তারনামা সম্পাদনের বিষয়টি মামলায় দাখিলকৃত দলিলাদি ও সাক্ষ্য পর্যালোচনায় প্রমাণিত নয় বরং নালিশী দরখাস্ড়ে উলি□খিত দাবীই অভিযোগকারীর একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু অভিযোগকারী আসামীদ্বয়ের কোম্পানীর একজন বেতনভূক্ত কর্মকর্তা হয়েও তর্কিত অস্ড়িত্ববিহীন চুক্তি ও আমমোক্তারনামা সম্পাদনে ঠিক কি উপায়ে শ্রম প্রদান করেছেন বা ভূমিকা রেখেছেন যে জন্য তাকে নালিশী চেকটি প্রদান করা হয়েছে নালিশী দরখাস্ড়ে সুনির্দিষ্টভাবে উলে- খ করেন নি। ফলতঃ নালিশী দরখাস্ড়ে অভিযোগকারীর দাবী অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট ও অসার। উপরন্তু আদালতে জেরায় অভিযোগকারী বলেন যে, "আর.এফ প্রোপার্টিজ এর নির্মানাধীন ১২ তলা তৈরির ব্যাপারে প্রবর্তক সংঘের সাথে যে আমমোক্তারনামা ও চুক্তিপত্র হয়েছে তাতে দাতা-গ্রহীতা কাউকে সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করব না।" অর্থাৎ অভিযোগকারী নালিশী দরখাস্ড়ে দাবীকৃত তর্কিত চেকের বিপরীতে বৈধ পণ বা প্রতিদান থাকার বিষয়টি আদালতে মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণের কোনর"প চেষ্টা করেন নি এবং সর্বোপরি বৈধ পণ বা প্রতিদান থাকার বিষয়টি প্রমাণ করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। সুতারং, হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিল আইন, ১৮৮১ এর ধারা ৪৩ অনুযায়ী অত্র নালিশী চোকের বিপরীতে বৈধ পণ বা প্রতিদান না থাকার দর"ন নালিশী চেকের বিপরীতে টাকা প্রদানের বাধ্য-বাধকতা অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর নেই এবং অভিযোগকারী নালিশী চেকের টাকা পেতে হকদার নয়। *হস্ড়ান্ড়রযোগ্য দলিল আইন, ১৮৮১ এর ধারা ১১৮ অনুযায়ী অভিযোগকারীর অনুকূলে বৈধ পণ বা প্রতিদান রয়েছে মর্মে প্রাথমিকভাবে অনুমান করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু উক্ত অনুমানই চূড়ান্ড় নয়। বরং আসামী যদি প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, নালিশী চেকের বিপরীতে কোন বৈধ পণ বা প্রতিদান ছিল না বা থাকলেও তা ব্যর্থ হয়েছে তাহলে আসামীর উপর চেকের অর্থ পরিশোধের দায় সৃষ্টি হয় না। অত্র মামলার নালিশী দরখাস্ড় ও অভিযোগকারীর আদালতে প্রদত্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, একদিকে নালিশী দরখাস্ড়ে বর্ণিত বক্তব্য অস্পষ্ট, অসার ও সুনির্দিষ্ট নয় অপরদিকে অভিযোগকারীকে জেরার মাধ্যমে আসামীদ্বয় নালিশী চেকের বিপরীতে অভিযোগকারীর বৈধ পণ বা প্রতিদান না থাকার বিষয়টি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। যেহেতু নালিশী দরখাস্ড়ে উলি- খিত দাবী অভিযোগকারী যথেষ্ট মৌখিক ও দালিলিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অভিযোগকারীকে নালিশী চেক প্রদান করার অন্য কোন বৈধ কারণ রয়েছে মর্মে অভিযোগকারী দাবী করেন নাই, সেহেতু বৈধ পণ বা প্রতিদানের বিপরীতে নালিশী চেক প্রদান করার বিষয়টি প্রমাণিত হয় না। সুতরাং, নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, নালিশী চেকটি বৈধ পন্থায় অভিযোগকারীকে প্রদান করা হয় নি অর্থাৎ অভিযোগকারী নালিশী চেকের যথাবিহিত ধারক ও বাহক নয়। অপরদিকে যেহেতু স্বীকৃতমতেই অভিযোগকারী আসামীদ্বয়ের কোম্পানীতে বেতনভুক্ত কর্মকর্তা ছিলেন, নালিশী চেকটি অভিযোগকারীল হস্তগত হওয়া অসম্ভব কিংবা অবাস্তব কোন বিষয় নয়। উপরন্তু নালিশী চেকের তারিখ কর্তনপূর্বক পরিবর্তন করে প্রদত্ত স্বাক্ষর যে আসামীর নয় তা খালি চোখেই প্রতীয়মান হয়। সুতরাং, নালিশী চেকটি অভিযোগকারী অবৈধ উপায়ে প্রাপ্ত হয়েছেন এবং অন্যায়ভাবে লাভবান হওয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে চেকের তারিখ কর্তন করে জাল-জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন সুতরাং, মামলার নথি পর্যালোচনায় এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদি বিবেচনায় অভিযোগকারী কোন অবস্থাতেই নালিশী চেকের বৈধ ধারক বা বাহক নয় এবং সঙ্গত কারণে অভিযোগকারী পক্ষে নালিশী চেকের বিপরীতে কোন বৈধ পণ বা প্রতিদান ছিল না। এমতাবস্থায়, হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন, ১৮৮১ এর ধারা ৪৩ অনুযায়ী আসামীপক্ষে নালিশী চেকের টাকা পরিশোধের কোন দায় সৃষ্টি হয় নি এবং আসামীগণ উক্ত আইনের ১৩৮ ধারার অপরাধ সংঘটন করেননি। সুতরাং, বিচারিক আদালতের দেয়া রায় ভ্রমাত্নক ও ত্রুটিযুক্ত এবং আপীল আদালত কর্তৃক নিম্ন আদালতের রায় বাতিল করার আদেশ সঠিক। কিন্তু পুনরায় বিচারের জন্য বিচারিক আদালতে পাঠানোর কোন আইনগত কারণ না থাকায় আপীল আদালতের দেয়া রায় ও আদেশের সংশি- ষ্ট অংশ সঠিক নয়। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় অত্র মোকদ্দমার অভিযোগপত্র নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ** মাননীয়, চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিষ্ট্রেট এর আদালত, চট্টগ্রাম। (আমলী আদালত নং-৩) সি, আর, মামলা নং ৩৯০/২০১৪ (পাঁচলাইশ থানা)। **বিষয় ঃ ফৌজদারী অভিযোগ।** কাজী আবু তৈয়ব (৬২), পিতা-মরহুম কাজী মাহবুব আলম, সাং-আল্লাই, ১ নং ওয়ার্ড, পটিয়া পৌরসভা, চট্টগ্রাম। বর্তমানে-ইকুইটি মিলিনিয়াম ভবন, জামাল খান, থানা-কোতোয়ালী, জেলা-চট্টগ্রাম।

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

---বাদী

বনাম

১। হাজী দেলোয়ার হোসেন (৬০), চেয়ারম্যান-আর,এফ, প্রপার্টিজ লিঃ, সাং- আর এফ, পুলিশ প্লাজা (৬ষ্ঠ তলা), নন্দনকানন, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম।

২। কামরুল হাসান বাচ্চু (৫০), পরিচালন-আর,এফ, প্রপার্টিজ লিঃ, সাং- আর,এফ, পুলিশ প্লাজা (৬ষ্ঠ তলা), নন্দনকানন, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম।

---আসামীদ্বয়।

চেক প্রদানের তারিখঃ ২০.০৪.২০১৪ ইংরেজী।

চেক ডিজঅনার এর তারিখ-২৫.০৬.২০১৪ ইংরেজী।

লিগ্যাল নোটিশ প্রদানের তারিখ- ১৪.০৭.২০১৪ ইংরেজী।

লিগ্যাল নোটিশ জারী-২০.০৭.২০১৪ ইংরেজী।

ঘটনার স্থান-United Commercial Bank Limited, মুরাদপুর শাখা, থানা-পাঁচলাইশ, জেলা-চট্টগ্রাম।

ধারা-১৮৮১ সালের নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এ্যাক্ট এর ১৩৮ ও ১৪০ ধারা।

উপরিউক্ত বাদী নিম্নমতে নিবেদন করেনঃ

১। বাদী একজন অতীব সহজ-সরল, আইনানুগ ব্যক্তি হয়। দেশে প্রচলিত আইন কানুনের প্রতি অতীব শ্রদ্ধাশীল। পক্ষান্তরে আসামীদ্বয় চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত আর.এফ. প্রপার্টিজ লিঃ এর যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও পরিচালক হিসাবে উক্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসা করিয়া থাকেন। তাহারা দেশে প্রচলিত আইন কানুনের মোটেই ধার ধারে না। ধরাকে সরাজ্ঞান করিয়া চলে। **২।** ***আসামীদ্বয়ের প্রতিষ্ঠান চাকুরী R.F. Properties Ltd. কর্তৃক প্রবর্তক সংঘ (বাংলাদেশ), ও.আর.নিজাম রোড, চট্টগ্রাম এর ভূমিতে প্রস্তাবিত ১২ তলা বিশিষ্ট ইমারত নির্মাণের আগ্রহ করতঃ উক্ত প্রবর্তক সংঘ (বাংলাদেশ) এর ভূমিতে সংঘ পরিচালনা কমিটির সম্পাদক এর সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন করার নিমিত্তে চুক্তিপত্র, আমমোক্তারনামা সম্পাদনে শ্রম প্রদানে সার্বিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত ব্যবসায়িক কারণে বাদীকে*** বিগত ২৫/১২/২০১০ ইং তারিখে The Hongkong and Shanghai Banking Corportation Limited এর ১ নম্বর আসামীর নামীয় ০০৪-০৭৭৬৯৯-০০১ নং হিসাবের ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকার ০৭৩৬২৩৮ নং একখানা চেক বাদীর নামে প্রদান করেন।

২। উক্ত চেকখানা বাদী ১নং আসামী হইতে অতীব সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করতঃ তাহা

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নগদায়নের জন্য সর্বশেষ বিগত ২২/০৬/২০১১ ইং তারিখে বাদীর United Commercial Bank Limited, মুরাদপুর শাখায় নগদায়নের জন্য তৎ হিসাবে জমা প্রদান করিলে ১নং আসামীর প্রদত্ত উক্ত চেকখানা ১নং আসামীর উক্ত হিসাবে পর্যাপ্ত (Sufficient) টাকা জমা না থাকার কারণে অর্থাৎ Insufficient Fund এর কারণে বিগত ২৩/০৬/২০১১ ইংরেজী তারিখ ডিসঅনার (Dishonour) হয়। তৎপর বাদী ১নং আসামীর প্রদত্ত উক্ত চেক Dishonour হওয়ার বিষয় ১নং আসামীকে জানাইয়া ১৮৮১ সালের এন.আই.এ্যাক্টের ১৩৮ ধারা মতে চেকের টাকা দাবী করিয়া এক লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করেন তৎপর আসামীদ্বয় বাদীকে আসামীদের অফিসে ডাকাইয়া নিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ আলোচনাক্রমে বাদীকে উলে- খিত চেকের টাকা প্রদানের সময়সীমা বাড়ানোর জন্য আসামীদ্বয় বাদী হইতে উলে- খিত চেকখানা ফেরত নিয়া আসামীদ্বয়ের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত State Bank of India, চট্টগ্রাম শাখায় আসামীদের নামে স্থিত ০৫২২০২০২০২০০০১ নম্বর হিসাবের ১,০০,০০,০০০/-(এক কোটি) টাকার বিগত ২২/১০/২০১১ ইং তারিখের ৯০৮৫৪০ নম্বরের একখানা চেক বাদীকে ১নং আসামী কর্তৃক প্রদত্ত পূর্বের চেকের স্থলে প্রদান করেন এবং ইতিপূর্বে ১নং আসামীর প্রদত্ত ০৭৩৬২৩৮ নং চেক আসামী ফেরত নিয়া যায়। আসামীদ্বয় কর্তৃক বিগত ২২/১০/২০১১ইং তারিখ প্রদত্ত চেকের টাকাও আসামীদ্বয় প্রদত্ত চেকের হিসাবে নির্ধারিত বা সংশি- ষ্ট তারিখে জমা রাখিতে ব্যর্থ হওয়ায় পুণরায় বাদীর সাথে যোগাযোগ করতঃ প্রদত্ত চেকের তারিখ পরিবর্তনের জন্য বাদীকে অনেক অনুরোধ ও অনুনয় বিনয় করিলে এবং পরিবর্তিত তারিখে অবশ্যই আসামীদ্বয়ের প্রদত্ত চেকের হিসাবে টাকা জমা রাখিবেন মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়া বিগত ২২/১০/২০১১ ইং তারিখে প্রদত্ত ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকার উক্ত ৯০৮৫৪০ নম্বর চেকের তারিখ কর্তন করতঃ তৎ স্থলে ১৫/০৭/২০১২ ইং তারিখ লিপি করিয়া দেন এবং উক্ত কর্তনকৃত চেকের তারিখের উপরে আসামীদ্বয় পূণঃ স্বাক্ষর করিয়া দেন। আসামীদ্বয়ের প্রদত্ত উক্ত ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকার চেকখানা বাদী আসামীদ্বয় হইতে অতি সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করতঃ তাহা নগদায়নের জন্য বাদীর UCBL মুরাদপুর শাখায় স্থিত হিসাবে জমা প্রদান করিলে উক্ত চেকখানায় আসামীদ্বয়ের স্বাক্ষর গড়মিল হওয়ায় তাহা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বাদীর বরাবরে ফেরত প্রদান করেন। তৎপর বাদী আসামীদ্বয়ের সাথে যোগাযোগ পূর্বক উক্ত স্বাক্ষর গড়মিলের কথা জানাইলে আসামীদ্বয় তৎজন্য দুঃখ প্রকাশ করতঃ এবং ইতিমধ্যে আসামীদ্বয় বাদীর কর্মকান্ডে সন্তুষ্ট হইয়া আসামীদের প্রতিষ্ঠানে চাকুরী দেওয়ায় বাদী নিতান্ড় বাধ্য হইয়া উক্ত বিষয়ে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া উক্ত ৯০৮৫৪০ নং চেকখানা ফেরত দিয়া পুণঃরায় আসামীদ্বয়ের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত State Bank of India, চট্টগ্রাম শাখায় আসামীদ্বয়ের নামে স্থিত ০৫২২০২০২০২০০০১ নম্বর হিসাবে ১,০০,০০,০০০/-(এক কোটি) টাকার বিগত ৩০/০৭/২০১৩ইং তারিখের ৯০৮৫৫০ নম্বরের একখানা চেক বাদীকে আসামীদ্বয় কর্তৃক প্রদত্ত পূর্বে চেকের স্থলে প্রদান করেন। আসামীদ্বয় কর্তৃক বিগত ৩০/০৭/২০১৩ ইং তারিখ প্রদত্ত চেকের টাকাও আসামীদ্বয় প্রদত্ত চেকের হিসাবে

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নির্ধারিত না সংশি- ষ্ট তারিখে জমা রাখিতে ব্যর্থ হওয়ায় পুণরায় বাদীর সাথে যোগাযোগ করতঃ প্রদত্ত চেকের তারিখ পরিবর্তনের জন্য বাদীকে অনেক অনুরোধ ও অনুনয় বিনয় করিলে এবং পরিবর্তিত তারিখে অবশ্যই আসামীদ্বয়ের প্রদত্ত চেকের হিসাবে টাকা জমা রাখিবেন মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়া বিগত ৩০/০৭/২০১৩ ইং তারিখে প্রদত্ত ১,০০,০০,০০০/-(এক কোটি) টাকার ৯০৮৫৫০ নম্বর চেকের তারিখ কর্তন করতঃ তৎ স্থলে ২০/০৪/২০১৪ ইং তারিখ লিপি করিয়া দেন এবং উক্ত কর্তনকৃত চেকের তারিখের নিচে আসামীদ্বয় পুণঃ স্বাক্ষর করিয়া দেন। আসামীদ্বয়ের প্রদত্ত উক্ত ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকার চেকখানা বাদী আসামীদ্বয় হইতে সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করতঃ তাহা নগদায়নের জন্য বাদীর UCBL মুরাদপুর শাখায় স্থিত হিসাবে সর্বশেষ বিগত ২৩/০৬/২০১৪ ইং তারিখে জমা প্রদান করিলে উক্ত চেকখানার টাকা আসামীদ্বয় তথায় জমা না রাখিয়া বাদীর সাথে প্রতারণা করিয়া উক্ত একাউন্ট ক্লোজড করিয়া দেওয়ায় উক্ত চেকখানা সর্বশেষ ২৫/০৬/২০১৪ ইং তারিখে Dishonour হয়। তৎপর বাদী আসামীদ্বয়ের সাথে যোগাযোগপূর্বক আসামীদ্বয় কর্তৃক বাদীকে প্রদত্ত উলে- খিত চেক Dishonour হওয়ার বিষয় জানাইলে আসামীদ্বয় কোনরূপ সন্তোষজনক জবাব প্রদান না করিয়া অসংলগ্ন কথাবার্তা বলিতেছেন। ফলে বাদী বাধ্য হইয়া বিগত ১৪/০৭/২০১৪ ইংরেজী তারিখে উক্ত চেকের টাকা নগদ দাবী করিয়া তৎ নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর মাধ্যমে আসামীদ্বয়ের ঠিকানায় লিগ্যাল নোটিশ প্রেরণ করেন। বিগত ২০/০৭/২০১৪ ইংরেজী তারিখে উক্ত লিগ্যাল নোটিশ আসামীদ্বয়ের উপর আইনগত জারী করা হয়। কিন্তু নোটিশ বর্ণিত আইনতঃ সময়সীমার মধ্যে আসামীদ্বয় কর্তৃক বাদীর প্রদত্ত চেকের টাকা আসামীদ্বয় পরিশোধ করে নাই। ফলে বাদী এই মর্মে দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে, আসামীদ্বয় বাদীর পাওনা উক্ত ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা পরিশোধের পরিবর্তে উলে- খিত বিভিন্ন ছলচাতুরীর আশ্রয়ে একের পর এক চেক দিয়া ও ফিরত নিয়া এবং সর্বশেষ প্রদত্ত চেকের তারিখ উক্তমতে পরিবর্তন করিয়া শেষ পর্যন্ড় প্রদত্ত চেকের হিসাব Closed করিয়া দিয়া প্রদত্ত চেকের ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকা প্রতারণার আশ্রয়ে আত্মসাতের দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত আছেন। আসামীদ্বয় বাদীকে চেক দিয়া চেকের টাকা তৎ হিসাবে জমা না রাখায় অধিকন্তু প্রতারণার অভিপ্রায়ে প্রদত্ত চেকের হিসাব Closed করিয়া দেওয়ার কারণে উক্ত চেক Dishjonour হওয়ায় আসামীদ্বয় আইনতঃ শাস্ড়িযোগ্য অপরাধ সংঘঠন করিয়াছে। ফলে আসামীদ্বয়কে ধৃত করিয়া বিচারে উচিৎ সাজা দেওয়া আবশ্যক। উলে- খ থাকে যে, বাদীর অভিযোগের সমর্থনে পর্যাপ্ত সাক্ষ্য প্রমাণ আছে। বিচারকালে সাক্ষীগণ ঘটনার প্রমাণ দিবে। অতএব, বিনীত প্রার্থনা উপরিউক্ত হেতুতে আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রেরণপূর্বক ধৃত করাইয়া বিচারে উচিত কারাদন্ড প্রদান করতঃ আসামীদ্বয় কর্তৃক প্রদত্ত চেকের টাকার তিনগুন টাকা অর্থদন্ড দানেরও বিনীত মর্জি হয়।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ইতি, তাং ২৫.০৮.২০১৪ ইংরেজী।

সাক্ষীদের নাম ও ঠিকানাঃ

১। বাদী।

২। মোহাম্মদ মাহফুজ, পিতা মৃত-ফজলুল হক, সাং-শেরশাহ কলোনী, থানা-বায়েজিদ, জেলা-চট্টগ্রাম।

৩। মোহাম্মদ শাহজাহান, পিতা-মৃত মৌলভী শামসুল আলম খান, সাং-কুঞ্জছায়াম, তামীম কলোনী, থানা-বায়েজিদ, জেলা-চট্টগ্রাম। সহ আরো অনেক আছে।

সংযুক্তিঃ

১। চেকের ফটোকপি ----১ ফর্দ্দ।

২। ডিজঅনার স্লীপ এর ফটোকপি- ----১ ফর্দ্দ।

৩। লিগ্যাল নোটিশের অফিস কপির ফটোকপি ৭ ফর্দ্দ।

৪। পোষ্টাল রশিদ ও প্রাপ্তি স্বীকার পত্রের ফটোকপি-----৪ ফর্দ্দ।

সর্বমোট- ----১৩ ফর্দ্দ।

গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বাদী এবং বিবাদীদ্বয়ের সাক্ষীগণের সাক্ষ্য নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ

"PW-1 কাজী আবু তৈয়ব

আসামীগন আমার পাওনা টাকা পরিশোধের জন্য ২০/৪/২০১৪ ইংরেজীতে চেক দেন। চেক ডিজঅনার হয় ২৫/৬/২০১৭ ইংরেজীতে। লিগ্যাল নোটিশ দেয়া হয় ১৪/৭/২০১৪ ইংরেজীতে। ২০/৭/২০১৪ ইংরেজীতে লিগ্যাল নোটিশ জারী হয়। তারপরও টাকা না দেয়াতে এই মামলা হয়। এই সেই অভিযোগ প্রদঃ ১ ও তাতে থাকা এই করা আমার স্বাক্ষর ।প্রদঃ ১/১ সিরিজ। চেক প্রদান করলাম ফর্দঃ ২। ডিজঅনার স্লিপ দাখিল করলাম। প্রদঃ ৩। লিগ্যাল নোটিশ প্রদঃ ৪ ডাক রশিদ এবং এ/ডি দাখিল করলাম। ফর্দঃ ৫, ৫/১, ৫/২, ৫/৩।

XXX আসামি পলাতক। স্বাঃ/-কাজী আবু তৈয়ব ২৬/০৭/২০১৭

On Recall - Cross

২৭/০৬/২০১৭

উভয় পক্ষ

X X X আমি আসামীদের প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন কর্মরত ছিলাম। বেতন নিতাম। আমি আরজিতে কয়েকটি চেকের কথা বলি। ঐ চেকগুলো Exhibit হয় নাই। সেই চেকগুলোও আমার নামে ছিল। ৯০৮৫৫০

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		নালিশী চেকের নম্বর। আরজিতে উলে-খিত আর একটি চেকের নম্বর ৯৭৮৫৪০ এবং অপরটি ০৭৩৬২৩৮। সত্য নয় যে, আমি আসামীদের অফিসে কর্মরত থাকাকালে বিভিন্ন কাজের জন্য চেক ইস্যু করে নিতাম বা সেই চেক আসামিদের সই স্বাক্ষর নকল করে জালিয়াতি করি বা আমি জানতাম যে তাদের Account Close করা ছিল এবং সেই সুযোগে চেক ডিজঅনার করাই বা যথাযথ নিয়মনীতির অনুসরণ না করে অসত্য তথ্য দিয়ে মায়লা করাই। সত্য নয় যে, প্রজেক্টের কাজ বন্ধ হয় নাই বা করতে পারিশ্রমিক না দেয়াতে জালিয়াতি করে মামলা করি। X X X সত্য নয় যে, সত্য গোপনের স্বার্থে আসামিদের চাকুরী করার কথা বলি নাই। ৩০/০৭/২০১৩ কর্তন করে ২০/০৪/২০১৪ লেখি সত্য নয়। তাহা আসামিরা দেখে। সেখানে আসামিদের দস্ড়খত আছে। সত্য নয় যে, চেকের স্বাক্ষরের সময় সাক্ষীরা ছিল। স্বাক্ষর/-অস্পষ্ট ২৭/৯/১৭ XXX Re-call আর. এফ. প্রপার্টিজ এর নির্মাণাধীন ১২ তলা তৈরীর ব্যাপারে প্রবর্তক সংঘের সাথে যে, আমমোক্তার নামা চুক্তিপত্র হয়েছে তাতে দাতা গ্রহীতা কাউকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করব না। তর্কিত চেকের তারিখ কর্তন করত: ২০/০৪/২০১৪ ইং তারিখ করা হয় এবং আসামীর পুনঃ স্বাক্ষর করেছে মর্মে যেসব সাক্ষীরা দেখেছে তাদেরকে সাক্ষী হিসেবে আনব না। সত্য নয় যে, ১২ তলা বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয় নাই । সত্য নয় যে, আর.এফ প্রপার্টিজ এর ব্যবস্থাপক ছিলাম এবং বিভিন্ন দালিলিক আমার কাছে রক্ষিত ছিল। সত্য নয় যে, আমি ৫০,০০০/-টাকা স্থলে ১ লক্ষ টাকা মাসিক বেতন দাবী করেছিলাম আর.এফ.প্রপার্টিজ কাছে। সত্য নয় যে, উক্ত বেতন না বাড়ানোর কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে আমি অনেক টাকা আত্মসাৎ করেছি। সত্য নয় যে, ৩০/০৭/২০১৩ ইং তারিখ এর স্থলে চেক ২০/০৪/২০১৪ ইং তারিখ নিজের হাতে লিখে মেয়াদ উত্তীর্ণ অকার্যকর চেক দিয়ে মিথ্যা মামলা করি ।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

চেকের স্বাক্ষর পরীক্ষার জন্য হস্ড়লিপি বিশারদের নিকট প্রেরণ করব না ।

সত্য নয় যে, তর্কিত চেকের স্বাক্ষর আমার তৈরী করা।

DW-1

মোঃ আমিনুল-াহ

আমি মামলার বাদী এবং আসামীকে চিনি। আমি আসামীদের প্রতিষ্ঠান আর.এফ.প্রপাটিজ লিঃ এ চাকুরী করি। বাদী এই আর.এফ.প্রর্পাটিজ এর জেনারেল ম্যানেজার ছিল।

আসামী দেলোয়ার হোসেন আর.এফ.এর চেয়ারম্যান এবং আসামী কামর"ল হাসান বাচ্চু সাবেক এম.ডি। আমি উক্ত প্রতিষ্ঠানের পাবলিক রিলেশান অফিসার । চেকের তারিখ ৩০/০৭/২০১৩। সেখানে কেটে ২০/০৪/২০১৪. করা হয়েছে। চেকের স্বাক্ষর গুলো আমাদের নয়। চেকগুলো জেনারেল ম্যানেজারের জিম্মায় থাকত। চেক কাটা ছেড়ার সময় আসামীরা চট্রগ্রামে ছিল। আমার জানামতে আসামী এই নালিশ চেকের কাটা ছেড়ার সাথে জড়িত নয়। এই আমার জবান।

X X X আমি যে, আর.এফ. প্রপাটিজ এ যে চাকুরী করি এই মর্মে এই মুহুর্তে ভিজিটিং কার্ড দেখাতে পারব।

সত্য নয় যে, আমি আর.এফ.চাকুরী করি। বাদী আর.এফ প্রপাটিজ এ কবে হতে কখন পর্যন্ড় জি.এম. ছিলেন সেই বিষয় সঠিকভাবে বলতে পারব না।

সত্য নয় যে, বাদীর নিকট জি.এম.হিসাব চেক বই সহ সমুদয় কাগজপত্রাদি থাকে মর্মে যা বলেছে মিথ্যা বলেছি।

সত্য নয় যে, সকল চেক দেয়ার সময় সে বাদী জি.এম. হিসাবে আর.এফ. প্রর্পাটিজ এ কর্মরত ছিলেন না। বাদীর এই চেক জালিয়াতির বির"দ্ধে আর.এফ.প্রপাটিজ এর পক্ষে মতে কোন মামলা জি.ডি করা হয়েছে কি না জানি না। নালিশী চেকটি আমি দেখেছি।

সত্য নয় যে, নালিশী চেকের স্বাক্ষর এবং তারিখ পরিবর্তনে স্বাক্ষর উভয় আসামী।

সত্য নয় যে, Customer যোগাড় করা আমার কাজ। সত্য নয় যে, আমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম ।

DW-2

আরিফুল ইসলাম জিসান

আমি আর.এফ. প্রপাটিজ এ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ পদে কর্মরত রয়েছি। আমি আসামী ও বাদীকে চিনি। বাদী আর.এফ. প্রর্পাটিজ এ জি.এম হিসাবে কর্মরত ছিলেন। আমার কাজের স্বার্থে জি.এম এর সাথে যোগাযোগ ছিল। আসামীরা কোম্পানী হতে কোন চেক বাদীকে দিয়েছে মর্মে আমার জানা নাই। সকল ধরনের কাগজাদি জি.এম এর নিকট থাকত। শুধু ল্যান্ড এর কাগজ আমার জিম্মায় থাকত। চেকের স্বাক্ষর আসামীদের বলে মনে হচ্ছে না। চেকের কাটা ছিড়া

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		গুলোও কার তা বলতে পারছি না। ২০/০৪/২০১৩ বাহিরে ছিল। অফিসে ছিল না। জি.এম. ঢাকায় ছিলেন, চেয়ারম্যান, কক্সবাজারে ছিল। জি.এম. প্রথমে ৫০ হাজার মাসিক বেতনে ছিল, পরে ১ লক্ষ টাকা সেলারি ছিল। জি.এম মাসিক বেতন হিসাবে ১ লক্ষ টাকা দাবী করে আসামী সেটা না দেয়ায় এই মিথ্যা মামলা করেছেন। X X X অত্র কোর্টে আমার নিয়োগপত্র নিয়ে আসি নাই। আমরা ৭ জন স্টাফ আর.এফ. প্রর্পাটিজ এ কাজ করি। কার কত বেতন তা আমার জানা নাই । সত্য নয় যে, বাদী ১ লক্ষ টাকা বেতন চাওয়ার কারণে এই মামলা করেন নাই। আসামীরা বাদীকে চেক দেয় তা জানি না। জি.এম একটি মামলা করেছে পরে জেনেছি। চেকের স্বাক্ষর দেখে আমার মনে হয় না যে সঠিক স্বাক্ষর আসামীদের। সত্য নয় যে, আমি মামলা সম্পর্কে কিছু জানি না। আমার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে অত্র মিথ্যা সাক্ষ্য দিলাম।” **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় The Negotiable Instrument Act, 1881 এর ধারা ১১৮ নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ** “118. **Presumptions as to negotiable Instruments of consideration-** Until the contrary is proved, the following presumptions shall be made: (a) that every negotiable instrument was made or drawn for consideration, and that every such instrument, when it has been accepted, indorsed, negotiated or transferred, was accepted, indorsed, negotiated or transferred for consideration; (b) that every negotiable instrument bearing a date was made or drawn on such date; (c) that every accepted bill of exchange was accepted within a reasonable time after its date and before its maturity; (d) that every transfer of a negotiable instrument was made before its maturity; (e) that the indorsements appearing upon a negotiable instrument

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

were made in the order in which they appear thereon;

(f) that a lost promissory note, bill of exchange or cheque was duly stamped;

(g) that the holder of a negotiable instrument is a holder in due course; provided that, where the instrument has been obtained from its lawful owner, or from any person in lawful custody thereof, by means of an offence or fraud, or has been obtained from the maker or acceptor by means of an offence or fraud, or for unlawful consideration, the burden of proving that the holder is a holder in due course lies upon him.

১১৮। বিনিময়যোগ্য দলিল সম্পর্কিত অনুমিতি ক) প্রতিদান সম্পর্কিত; খ) তারিখ সম্পর্কিত; গ) সম্মতির সময়; ঘ) হস্তান্তরের সময়; ঙ) স্বত্বার্পণের আদেশ; চ) ষ্ট্যাম্প সম্পর্কিত; ছ) ধারক, যথাবিহীত ধারক; ।-

ভিন্নকিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিনিময়যোগ্য দলিলের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ ধরিয়া লইতে হইবে যে-

(ক) প্রত্যেকটি বিনিময়যোগ্য দলিল পণেরবিনিময়ে প্রস্তুত বা আদিষ্ট হয়; এবং উহা যখনসম্মতিদানকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা হস্তান্তরিত হয়, তখন পণের জন্যই সম্মতিদানকৃত, স্বত্বার্পিত, বিনিময়কৃত বা হস্তান্তরিত হয়;

(খ) প্রতিটি বিনিময়যোগ্য দলিলে উলি- খিত তারিখেই প্রস্তুত বা আদেশকৃত হইয়াছে;

(গ) প্রতিটি সম্মতিদানকৃত বিনিময় বিল উহাতে উলি- খিত তারিখের পর এবং পূর্ণতার পূর্বে যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে সম্মতিদানকৃত হইয়াছে;

(ঘ) বিনিময়যোগ্য দলিলের প্রতিটি হস্তান্তর পূর্ণতার পূর্বে সম্পন্ন হইয়াছে;

(ঙ) প্রতিটি বিনিময়যোগ্য দলিলে যে ক্রম-স্বত্বার্পণ পরিদৃষ্ট হয়, উহা উক্ত ক্রমেই করা হইয়াছে;

(চ) একটি হারানো অঙ্গীকারপত্র, বিনিময় বিল বা চেক যথাযথভাবে ষ্ট্যাম্পযুক্ত ছিল;

(ছ) বিনিময়যোগ্য দলিলের ধারক একজন যথাবিহীত ধারক; তবে শর্ত থাকে যে, যেই ক্ষেত্রে দলিলটি উহার বৈধ স্বত্বাধিকারীর কিংবা আইনগত হেফাজতকারীর নিকট হইতে, অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে (Fraudulently) অর্জিত হইবে, অথবা উহা প্রস্তুতকারী বা সম্মতিদাতার নিকট হইতে অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে বা বেআইনী পণের বিনিময়ে অর্জিত হইবে, সেইক্ষেত্রে দলিলের ধারক যে একজন যথবিহীত ধারক তাহা তাহাকেই প্রমাণ করিতে হইবে।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

ধারা ১১৮-এ বিনিময়যোগ্য দলিলের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট বিশেষ সাক্ষ্যের নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। সেটি হল "***অনুমান (Presumption)***" এই বিশেষ ব্যতিক্রমধর্মী প্রমাণের নিয়ম "***অনুমান (Presumption)*** " সম্পর্কে ধারা ১১৮ এর অধীন বর্ণিত হয়েছে।

ধারা ১১৮-এ বর্ণিত এই "***অনুমান (Presumption)***" কে আদালত অতি অবশ্যই গভীর বিবেচনায় নিয়ে "***অনুমান করবেন (to presump)***"। আদালত কি "***অনুমান করবেন (to presump)*** " তা ধারা ১১৮-এ বর্ণিত হয়েছে।

ধারা ১১৮ (ক) মোতাবেক আদালত "***অনুমান করবেন (to presump)***" যে বিনিময়যোগ্য দলিল তথা ***"চেক (Cheque)"*** **পণেরবিনিময়ে প্রদত্ত এবং এটি পণের তথা প্রতিদানের বিনিময়ে হস্তান্তরিত হয়েছিল।**

চেকটি যে পণের বা প্রতিদানের বিনিময়ে হস্তান্তরিত হয়েছিল সে পণ বা প্রতিদানটি চেক প্রদানকারীর নিকট হস্তান্তরিত হয়ে গিয়াছে অনুমান আদালত করবে। কিন্তু যদি চেক প্রদানকারী বলে তিনি পণ বা প্রতিদান পান নাই বা বলেন চেকটি কোন পণের বা প্রতিদানের বিনিময়ে প্রদত্ত হয় নাই সেক্ষেত্রে পণ বা প্রতিদান প্রদান করা হয়নি প্রমাণের দায়িত্ব তার উপর তথা যিনি হস্তান্তরিত দলিল তথা "চেক (Cheque)" টি প্রদান তথা হস্তান্তর করেছিলেন তার উপর বর্তায়।

প্রশ্ন হল কিভাবে এই প্রমাণের দায়িত্ব (burden of prove) প্রতিপালন করতে হবে। চেক প্রদানকারী যদি দাবী করেন যে, চেকটি যে পণের বা প্রতিদানের বিনিময়ে তিনি প্রদান করেছিলেন সেই পণ বা প্রতিদান চেক প্রহীতা তাকে প্রদান করেননি সেক্ষেত্রে সাক্ষ্য আইনের Chapter VII (The Burden of Proof) তথা ধারা ১০১,১০২ এবং ১১৪-এ বর্ণিত বিধি মোতাবেক তাকে তা প্রমাণ করতে হবে।

সাক্ষ্য আইনের ধারা ১০১-এ প্রমানের দায়িত্ব (Burden of Proof) সম্পর্কে বলা হয়েছে যে,

> *"101. Burden of proof-Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.*
>
> *When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.*
>
> ***Illustrations***
>
> ***(a) A desires a Court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed.***

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

A must prove that B has committed the crime.

(b) A desires a Court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B, by reason of facts which he asserts, and which B denies, to be true.

A must prove the existence of those facts."

উপরিল্লিখিত Illustration (a) মোতাবেক 'ক' যদি অভিযোগ করেন যে, 'খ' একটি অপরাধ করেছে এবং উক্ত অপরাধের জন্য 'খ' এর সাজা প্রার্থনা করেন সেক্ষেত্রে 'ক' কেই প্রমাণ করতে হবে যে, 'খ' অপরাধটি করেছিল।

অর্থাৎ সাক্ষ্য আইনের ধারা ১০১ এর Illustration (a) অনুযায়ী অপরাধ প্রমাণের দায়িত্ব অভিযোগকারী পক্ষের।

সাক্ষ্য আইনের ধারা ১০২ নিম্নরূপঃ

"102. On whom burden of Proof lies- The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.

Illustrations

(a) ---------

(b) A sues B for money due on a bond.

The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies.

If no evidence were given on either side, A would succeed as the bond is not disputed and the fraud is not proved.

Therefore the burden of proof is on B.

অপরদিকে ধারা ১০২ এর Illustration (b) মোতাবেক যদি কোন bond এর সম্পাদন স্বীকৃত হয় কিন্তু bond সম্পাদনকারী যদি অভিযোগ করে যে, এটি তথা bond সম্পাদন প্রতারণামূলকভাবে সম্পাদনকারী থেকে অর্জিত হয়েছে, যেটি bond গ্রহীতা অস্বীকার করে, সেক্ষেত্রে সম্পাদনকারী এটি প্রমাণ করবেন।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সাক্ষ্য আইনের ধারা ১১৪ এর Illustration (c) নিম্নরূপঃ *"114. **Court may presume existence of certain facts-**The court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened, regard being had to the common course of natural events, human conduct and public and private business, in their relation to the facts of the particular case.* *Illustrations* *The Court may presume-* *(a)* -------- *(b)* -------- *(c) That a bill of exchange, accepted or endorsed, was accepted or endorsed for good consideration;* *(d)* --------- *(e)* --------- *(f)* ---------- *(g)* ---------- *(h)* ---------- (i) ---------- *But the Court shall also have regard to such facts as the following, in considering whether such maxims do or do not apply to the particular case before it:-* *----------* *----------* *as to illustration (c)- A, the drawer of a bill of exchange, was a man of business. B, the acceptor, was a young and ignorant person, completely under A's influence:* *----------* *----------* *----------* *----------* "***অনুমান (Presumption)***" খন্ডনযোগ্য (rebutable)। একমাত্র বিবেচ্য বিষয় হল কোন পক্ষের উপর প্রমাণের দায়িত্ব বর্তাবে। চেক প্রদানকারী পক্ষ কর্তৃক প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন করে সত্য ঘটনা উপস্থাপিত হলে অনুমানটির প্রয়োজন পড়বে না।

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

যখন একটি পক্ষ তার পক্ষে "***অনুমান (Presumption)*** " উপস্থাপন করে যথাশীঘ্র সম্ভব প্রয়োজনীয় সকল সাক্ষ্য প্রদান করেন তখন প্রমাণের দায়িত্ব অপর পক্ষের উপর বর্তায়।

"প্রমাণের দায়িত্ব (***Burden of prove)*** পরিবর্তীত হওয়ার জন্য যে সাক্ষ্য প্রয়োজন তা সবসময় প্রয়োজনীয়ভাবে সরাসরি সাক্ষ্য তথা মৌখিক বা দালিলিক সাক্ষ্য বা অপরপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে এমন নয়। বরং এটি পারিপাশ্বিক অবস্থা, সাক্ষ্য বা আইন ও ঘটনার অনুমানের উপরও করা যায়।

মূল কথা ধারা ১১৮ (ক) মোতাবেক আদালত প্রাথমিকভাবে অনুমান করবেন হস্তান্তরযোগ্য দলিল তথা চেকটি পণ বা প্রতিদানের বিনিময়ে চেক গ্রহীতাকে প্রদত্ত ও হস্তান্তরিত হয়েছিল। অতঃপর চেক প্রদানকারী যদি আদালতে আপত্তি উপস্থাপনপূর্বক বলেন যে, তিনি চেকটি যে পণ বা প্রতিদানের বিনিময়ে প্রদান ও হস্তান্তর করেছিলেন তা তিনি প্রাপ্ত হন নাই। তখন আদালত চেক প্রদানকারীকেই প্রমাণের দায়িত্ব অর্পন করে তাকে আহবান জানাবেন সেটি প্রমাণের জন্য। যদি সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনপূর্বক চেক প্রদানকারী প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে তিনি পণ বা প্রতিদান প্রাপ্ত হন নাই, সেক্ষেত্রে চেকটি পণ বা প্রতিদানের বিনিময়ে প্রদত্ত ও হস্তান্তরিত হয়েছিল মর্মে অনুসন্ধান আদালত করবেন না। অতঃপর প্রমাণের দায়িত্ব পরিবর্তীত হয়ে চেক গ্রহীতার উপর বর্তাবে এবং তাকেই প্রমাণ করতে হবে যে তিনি পণ বা প্রতিদান দিয়েছেন যাহা প্রমাণের দায়িত্ব চেক গ্রহীতার তথা চেকের যিনি ধারক তার।

অপরদিকে ধারা ১১৮ (ছ) সহজ সরল পাঠে এটি কাঁচের মত স্পস্ট যে, ভিন্ন কিছু প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিনিময় যোগ্য দলিলের ধারককে যথাবিহীত ধারক মর্মে গণ্য করতে হবে। তবে শর্তে বলা হয়েছে *যে ক্ষেত্রে দলিলটি উহার বৈধ স্বত্বাধিকারীর কিংবা আইনগত হেফাজতকারীর নিকট হতে, অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে (Fraudulently) অর্জিত হবে, অথবা উহা প্রস্তুতকারী বা সম্মতিদাতার নিকট হতে অপরাধমূলে বা প্রতারণামূলে বা বেআইনী পণের বিনিময়ে অর্জিত হবে, সেই ক্ষেত্রে দলিলের ধারক যে একজন যথাবিহীত ধারক তা তাকেই প্রমাণ করতে হবে।*

অর্থাৎ বিনিময় যোগ্য দলিলের ধারক তথা চেকের ধারক একজন যথাবিহীত ধারক কথাটি শর্তহীন (Unconditional) নয়। অপর কথায় বলা যায় যে, যথাবিহীত ধারক (holder in due course) কথাটি সম্পূর্ণরূপে শর্তযুক্ত।

ধারা ১১৮ এর মোতাবেক চেক এর বৈধ স্বত্বাধিকারী কিংবা আইনত হেফাজতকারীর নিকট হতে প্রতারণামূলকভাবে (fraudulently) অভিযোগকারী পেয়েছে মর্মে আসামী দাবী করলে অভিযোগকারীকেই প্রমাণ করতে হবে যে তিনি

সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

প্রতারণামূলকভাবে এটি প্রাপ্ত হন নাই বরং যথানিয়মে ধারক।

অর্থাৎ যখনই কোন চেক সংশ্লিষ্টতায় আসামী পক্ষ দাবী করবে যে এটি জাল কিংবা প্রতারণামূলক ভাবে অভিযোগকারী কর্তৃক অর্জিত হয়েছে সেক্ষেত্রে অভিযোগকারীকেই প্রমাণ করতে হবে আলোচ্য চেকটি আসামী তাকে ভয়ভীতি কিংবা অন্যের প্ররোচনা ব্যতিরেকে প্রদান করেছে।

ধারা ১১৮(ছ) এর শর্ত মোতাবেক বিনিময়যোগ্য দলিলের তথা চেকের যথাবিহীত ধারক প্রমাণের দায়িত্ব পরিবর্তিত হয়ে যিনি ধারক তার উপর ন্যাস্ত হয়।

ধারা ১১৮(ছ) মোতাবেক সাধারণভাবে যখন কোন বিনিময়যোগ্য দলিল বা চেক আদালতে উপস্থাপন করা হবে তখন এর ধারককে যথাবিহীত ধারক গণ্য করা হবে। কিন্তু চেকটি প্রতারণামূলকভাবে বা বেআইনীভাবে বিনিময়ে অর্জিত হলে ধারা ১১৮(ছ) এর শর্ত মোতাবেক এর ধারককে আর যথানিয়মে ধারক বলে গণ্য করা যাবে না।

অপর কথায় বিনিময়যোগ্য দলিল তথা চেকটি এর বৈধ স্বত্বাধিকারী কিংবা আইনগত হেফাজতকারীর নিকট হতে অপরাধমূলকভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে অর্জিত হয়েছে মর্মে অভিযোগ করা হলে অথবা এর প্রস্তুতকারী বা সম্মতিদাতার নিকট হতে অপরাধমূলকভাবে বা প্রতারণামূলকভাবে বা বেআইনী পণ্যের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে মর্মে অভিযোগ করা হলে, বিনিময়যোগ্য দলিলের তথা চেকের ধারককেই প্রমাণ করতে হবে যে তিনি উহার যথাবিহীত ধারক।

বর্তমান মোকদ্দমায় অভিযোগকারী তার অভিযোগনামায় লিখেছেন যে, **" আসামীদ্বয়ের প্রতিষ্ঠান চাকুরী R.F. Properties Ltd. কর্তৃক প্রবর্তক সংঘ (বাংলাদেশ) ও,আর, নিজাম রোড, চট্টগ্রাম এর ভুমিতে প্রস্তাবিত ১২ তলা বিশিষ্ট ইমারত নির্মানের আগ্রহ করতঃ উক্ত প্রবর্তক সংঘ (বাংলাদেশ) এর ভুমিতে সংঘ পরিচালনা কমিটির সম্পাদক এর সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন করার নিমিত্তে চুক্তিপত্র, আমমোক্তারনামা সম্পাদনে শ্রম প্রদানে সার্বিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত ব্যবসায়িক কারনে।** " বাদীকে বিগত ইংরেজী ২৫.১২.২০১০ তারিখে The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited এর ১ নম্বর আসামীর নামীয় ০৪৪-

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		০৭৭৬৯৯-০০১ নং হিসাবের ১,০০,০০,০০০/- (এক কোটি) টাকার ০৭৩৬২৩৮ নং একখানা চেক বাদীর নামে প্রদান করেন। অভিযোগকারীর বক্তব্য মতে আসামী এবং তৃতীয় পক্ষের সংগে বিভিন্ন চুক্তিপত্র এবং আমমোক্তার সম্পাদনের নিমিত্তে অভিযোগকারী যে শ্রম প্রদান করেছেন সেই শ্রমের মূল্য স্বরূপ তথা পারিশ্রমিক হিসেবে অভিযোগকারী ১ (এক) কোটি টাকা পাওনা হয়। সেই পাওনা নগদ টাকা বর্ণিত চেকের মাধ্যমে আসামী হতে অভিযোগকারী প্রাপ্ত হন। কিন্তু অভিযোগকারী যে শ্রমের মূল্য স্বরূপ তথা পারিশ্রমিক স্বরূপ আপীলকারী-দরখাস্তকারী হাজী দেলোয়ার হোসেন থেকে ০১ (এক) কোটি টাকা পাওনা তৎমর্মে কোন দলিল কিংবা মৌখিক সাক্ষ্য আদালতে উপস্থপন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। অর্থাৎ তর্কিত চেকটি পণের বিনিময়ে প্রদত্ত নয়। যেহেতু আলোচ্য চেকটি পণের বিনিময়ে প্রস্তুত বা আদিষ্ট নয় সেহেতু এটি বিনিময়যোগ্য দলিল নয়। কাজী আবু তৈয়ব পি, ডব্লিউ-১ হিসাবে অভিযোগকারী তার জেরায় বলেন যে, " আমি আসামীদের প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন কর্মরত ছিলাম।" তিনি জেরায় আরও বলেন যে, "সত্য নয় যে, সত্য গোপনের স্বার্থে আসামীদের চাকুরী করার কথা বলি নাই। তিনি জেরায় আরও বলেন যে, "আর,এফ প্রপার্টিজ এর নির্মানাধীন ১২ তলা তৈরীর ব্যাপারে প্রবর্তক সংঘের সাথে যে আমমোক্তার নামা ও চুক্তিপত্র হয়েছে তাতে দাতা গ্রহীতা কাউকে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করব না।" জেরায় এ সাক্ষী আরও বলেন যে, "তর্কিত চেকের তারিখ কর্তন করতঃ ২০.০৪.২০১৪ ইং তারিখ করা হয় এবং আসামীর পুনঃ স্বাক্ষর করেছে মর্মে যেসব সাক্ষীরা দেখেছে তাদেরকে সাক্ষী হিসাবে আনব না।" যেহেতু চেকটি প্রতারণামূলকভাবে অভিযোগকারী প্রাপ্ত হয়েছেন মর্মে অভিযোগ সেহেতু অভিযোগকারীকে প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি এটি প্রতারণামূলকভাবে প্রাপ্ত নন। অভিযোগকারী অভিযোগ প্রমাণের ন্যূনতম প্রচেষ্টা গ্রহণ করেননি। উপরন্তু তিনি কোন সাক্ষী আনবেন না মর্মে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। এতে এটি কাঁচের মত স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, আলোচ্য চেকটি আইনের যথাযথ নিয়মে তিনি প্রাপ্ত হন নাই। এতদ্‌স্বত্বেও, আমি নথি থেকে চেকটি দেখলাম। খালি চোখেই চেকের লেখাগুলো ভিন্ন ভিন্ন কালিতে ভিন্ন ভিন্ন জনের প্রতীয়মান। স্বাক্ষরের তারিখ কেটে অন্য একটি তারিখ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এটি খালি চোখেই জাল চেক মর্মে প্রতীয়মান হয়। চেকটির ধারক কাজী আবু তৈয়ব প্রতারণামূলকভাবে চেকটি প্রাপ্ত হয়েছেন প্রমাণীত। অতএব, আদেশ হয় যে, অত্র ফৌজদারী রিভিশন নং- ৩১/২০২১ বিনা খরচায় চুড়ান্ত করা হলো। ফৌজদারী রিভিশন নং- ১৮৩৭/২০২০ এতদ্বারা খারিজ করা হলো। বিজ্ঞ আপীল আদালতের রায়টি এতদ্বারা বাতিল ঘোষণা করা হলো। আসামীদ্বয়কে অত্র মোকদ্দমা হতে বেখসুর খালাস প্রদান করা হলো। জমাকৃত ৫০% টাকা দরখাস্ত দাখিলের ১০ কার্য দিবসের মধ্যে অত্র আসামী হাজী দেলোয়ার হোসেনকে প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। **উদ্ভুত পরিস্থিতিতে The Negotiable Instruments Act, 1881**

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		এর ধারা ১৩৮ মোতাবেক চেক প্রত্যাখ্যানের মামলার আমলী আদালত ও বিচারিক আদালতের বিচারকদের কতিপয় নির্দেশ প্রদান জরুরী বিধায় নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে যে, (১) চেক প্রত্যাখ্যানের মামলায় দাখিলকৃত আরজী তথা অভিযোগনামা তথা নালিশী দরখাস্তে চেকটি আসামী কর্তৃক অভিযোগকারীকে কি ধরনের পণ বা প্রতিদানের বিনিময়ে প্রদান করেছিল তৎমর্মে অভিযোগনামায় সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট দাবীর বিস্তারিত বর্ণনা না থাকলে আদালত উক্ত অভিযোগ গ্রহণ না করে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করবেন। (২) অত্র মোকদ্দমার গর্ভে বর্ণিত The Negotiable Instruments Act, 1881 এর ধারা ১১৮(ক) এবং ধারা ১১৮ (ছ) এর শর্তের বিচার বিশ্লেষণ সামনে রেখে প্রত্যেকটি চেক প্রত্যাখ্যানের মামলা সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে নিষ্পত্তি করবেন। (৩) প্রথমেই আদালত ধরে নিবেন চেকটি পণ বা প্রতিদানের বিনিময়ে প্রদত্ত। (৪) যদি আসামী দাবী করেন যে, তিনি চেকটি সম্পাদন করেছেন কিন্তু চেক প্রদানের বিনিময়ে কোন পণ বা প্রতিদান প্রাপ্ত হন নাই, সেক্ষেত্রে আসামীকে সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি চেক প্রদানের বিনিময়ে কোন পণ বা প্রতিদান প্রাপ্ত হন নাই। যদি আসামী প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, তিনি তর্কিত চেক এর বিনিময়ে কোন পণ বা প্রতিদান প্রাপ্ত হন নাই সেক্ষেত্রে উক্ত চেকের মামলাটি সাক্ষ্য প্রদাণের ভিত্তিতে কারণ উল্লেখে আদালত খারিজ করবেন। (৫) যদি আসামী দাবী করেন যে, চেকটি তিনি সম্পাদন করেছেন সঠিক কিন্তু চেকটি তিনি পণ বা প্রতিদানের বিনিময়ে প্রদান করেন নাই বরং চেকটি জামানত স্বরূপ প্রদান করেছেন সেক্ষেত্রেও আসামীকে প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি কোন পণ বা প্রতিদান এর বিনিময়ে তর্কিত চেকটি প্রদান করেন নাই। যদি আসামী তা প্রমাণ করতে সক্ষম হন সেক্ষেত্রে আদালত উক্ত চেকের মামলাটি খারিজ করবেন। (৬) যেক্ষেত্রে আসামী অভিযোগ করবেন চেকটি তিনি আদৌ সম্পাদন করেন নাই অর্থাৎ চেকটি জাল জালিয়াতিমূলকভাবে সৃষ্ট সেক্ষেত্রে প্রমাণের দায়িত্ব পরিবর্তিত হয়ে চেক গ্রহীতাকেই প্রমাণ করতে হবে যে চেকটি জাল কিংবা জালিয়াতিমূলকভাবে তিনি প্রাপ্ত হন নাই কিংবা চেকটি সৃজিত নয় কিংবা চেকটি প্রতারণামূলকভাবে তিনি প্রাপ্ত হন নাই। অত্র রায়ের অনুলিপিসহ নথি (LCR) সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরণ করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

দ্রষ্টব্য ঃ- কালো কালিতে অফিস নোটের একটি ক্রমিক নম্বর এবং লাল কালি কোর্টের আদেশ সমূহের ভিন্ন নম্বর দিতে হবে।
সি-২১/১৮-১৯(ল)/তারিখ ২৫-১১-১৮
গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস- কম্পিউটার শাখা-বি-৮৮৫/২০১৮-২০১৯/(লঃ)-২৭-১১-২০১৮-১,০০,০০০ কপি।